গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ।
web:tahirpur.sunamganj.gov.bd

স্মারক নং- .০৫.৬০.৯০৯২.০০০.২৪.০২২.১৯-৬৭(১০০)

তারিখ: ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২১খ্রি.

বিষয়: উপজেলা পর্যায়ে ''গ্রামীণ উন্নয়নে পযটন'' শীর্ষক কর্মশালায় জুম অ্যাপস এর মাধ্যমে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ঢাকা এর স্মারক নং-৩০.৩৩.০০০০. ২২১.৪১.০০১.২০.৩৬৯ তারিখ: ২৩ নভেম্বর ২০২০।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ''গ্রামীণ উন্নয়নে পযটন'' কর্মশালায় উপজেলা পযটন সম্পর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গকে বিশেষ অতিথি/আলোচক হিসেবে এবং সংযুক্ত তালিকায় বর্ণিত ব্যক্তিবর্গকে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী হিসেবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় আপনাদেরকে আগামী ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রি. তারিখে সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় অনলাইন জুম অ্যাপস এর মাধ্যমে উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহনের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

<u>জুম অ্যাপস এর আইডি ও পাসওয়ার্ড</u>

আই ডি নং- 851 6645 3685

পাসওয়ার্ড নং-12345

০১) জনাব করুনা সিন্ধু চৌধুরী বাবুল, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, তাহিরপুর	বিশেষ অতিথি
০২) জনাব পদ্মাসন সিংহ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার,তাহিরপুর	আলোচক
০৩) জনাব মো: হাসান উদ-দৌলা, উপজেলা কৃষি অফিসার, তাহিরপুর	আলোচক
০৪) জনাব কাশমির রেজা, সভাপতি, হাওর ও পরিবেশ উন্নয়ন সংস্থা, তাহিরপুর	আলোচক
০৫) জনাব পিযুষ পুরকায়স্থ টিটু, সা: সম্পাদক, হাওর ও পরিবেশ উন্নয়ন সংস্থা, তাহিরপুর	আলোচক

সংযুক্ত: অংশগ্রহণকারীগণের তালিকা-০১(এক)ফর্দ্দ

০১/০২/২০২১
(পদ্মাসন সিংহ)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ।
Email: unotahirpur@gmail.com

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও কার্যার্থে।
১। যুগ্ম-সচিব, পযটন, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পযটন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ।
৩। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ।
৪। উপজেলা ....কর্মকর্তা, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ।
৫। জনাব ....
৬। অফিস কপি/মাস্টার ফাইল।

উপজেলা পর্যায়ে ''গ্রামীণ উন্নয়নে পর্যটন'' শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন।

কর্মকর্তা			
ক্র:নং	নাম	পদবী	স্বাক্ষর
০১	জনাব পদ্মাসন সিংহ	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	
০২	জনাব মো: বাবুল আকতার	এ,এস,পি সার্কেল, তাহিরপুর	
০৩	জনাব আমজাদ হোসেন	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	
০৪	জনাব ডা: ইকবাল হোসেন	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প:প: কর্মকর্তা	
০৫	জনাব ডা: উৎপল কুমার সরকার	উপজেলা প্রাণি সম্পদ অফিসার	
০৬	জনাব মো: ইকবাল হোসেন	উপজেলা মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	
০৭	জনাব মো: ইকবাল কবীর	উপজেলা প্রকৌশলী	
০৮	জনাব মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ	অফিসার ইনচার্জ	
০৯	জনাব আফিজার রহমান	সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি	
১০	জনাব তৌফিক আহমেদ	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	
১১	জনাব মোহাম্মদ আবু সাঈদ	সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার	
১২	জনাব আবু সায়েম	ইন্সট্রাক্টর, ইউআরসি	
১৩	জনাব মিজানুর রহমান	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	
১৪	জনাব মনোলাল রায়	ব্যবস্থাপক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক	
১৫	জনাব মো: ইকবাল হোসেন ভূঞা	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	
১৬	বি, এম মুশফিকুর রহমান	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	
১৭	জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	
১৮	জনাব সাবিনা ইয়াসমিন	তথ্য আপা	
১৯	জনাব মো: জসিম উদ্দিন	উপজেলা প:প: কর্মকর্তা	
২০	জনাব মো: শফিকুল ইসলাম	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	
২১	জনাব আল-আমিন	উপসহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য)	
২২	জনাব নাজমুল হক	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	
২৩	জনাব শহিদুল ইসলাম	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা	
২৪	জনাব মঞ্জুরুল হক	উপজেলা নির্বাচন অফিসার	
২৫	জনাব আব্দুর রহমান	উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিসার	
২৬	জনাব সৌরভ ভূষণ দেব	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার	
২৭	জনাব সঞ্জয় কুমার রায়	অফিস সুপার	
২৮	জনাব প্রদীপ চন্দ্র শীল	অফিস সহকারী	
২৯	জনাব আব্দুর রকীব পাঠান	নাজির	
৩০	জনাব এনায়েত হোসেন পাটোয়ারী	উপজেলা উদ্যোক্তা, তাহিরপুর	
ইউপি চেয়ারম্যান			
৩১	জনাব খসরুল আলম	চেয়ারম্যান, শ্রীপুর উত্তর ইউপি	
৩২	জনাব বিশ্বজিৎ সরকার	চেয়ারম্যান, শ্রীপুর দক্ষিণ ইউপি	
৩৩	জনাব মো: আবুল কাসেম	চেয়ারম্যান, বড়দল উত্তর ইউপি	
৩৪	জনাব আজহার আলী	চেয়ারম্যান, বড়দল দক্ষিণ ইউপি	
৩৫	জনাব আফতাব উদ্দিন	চেয়ারম্যান, বাদাঘাট ইউপি	
৩৬	জনাব বোরহান উদ্দিন	চেয়ারম্যান, তাহিরপুর সদর ইউপি	
৩৭	জনাব আ: জহর	চেয়ারম্যান, বালিজুরি ইউপি	
ইউপি সচিববৃন্দ			
৩৮	জনাব ভূপতি ভূষণ দাস	সচিব, শ্রীপুর উত্তর ইউপি	
৩৯	জনাব নিরঞ্জন চন্দ্র সরকার	সচিব, শ্রীপুর দক্ষিণ ইউপি	
৪০	জনাব এখলাছ উদ্দিন	সচিব, বড়দল উত্তর ইউপি	
৪১	জনাব মো: লিটন মিয়া	সচিব,, বড়দল দক্ষিণ ইউপি	
৪২	জনাব মো: মনিরুল ইসলাম	সচিব, বাদাঘাট ইউপি	

৪৩	জনাব জগদীশ চন্দ্র বণিক	সচিব, তাহিরপুর সদর ইউপি	
৪৪	জনাব মহিতোষ চৌধুরী	সচিব, বালিজুরি ইউপি	
	কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়		
৪৫	জনাব মো: জুনাব আলী	অধ্যক্ষ, বাদাঘাট সরকারী কলেজ	
৪৬	জনাব ফনি ভূষন সরকার	অধ্যক্ষ, জয়নাল আবেদীণ ডিগ্রী কলেজ	
৪৭	জনাব মো: মর্তুজ আলী	প্রভাষক, জয়নাল আবেদীণ ডিগ্রী কলেজ	
৪৮	জনাব মো: ইয়াহিয়া তালুকদার	অধ্যক্ষ তাহিরপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ।	
৪৯	জনাব মো: খায়রুল আলম	অধ্যক্ষ টেকেরঘাট চুনাপাথর খনি উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	
৫০	জনাব মোদাচ্ছির আলম	প্রধান শিক্ষক জনতা উচ্চ বিদ্যালয়	
৫১	জনাব মো: শফিকুল ইসলাম	প্রধান শিক্ষক বাদাঘাট পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়	
৫২	জনাব বিমল চন্দ্র দে	প্রধান শিক্ষক আনোয়ারপুর উচ্চ বিদ্যালয়	
৫৩	জনাব মুহিবুর রহমান	তাহিরপুর হিফজুর উলুম আলিম মাদ্রাসা	
৫৪	জনাব মো: হারিছ উদ্দিন	বালিজুরী সিনিয়র মাদ্রাসা	
৫৫	জনাব অজয় কুমার দে	প্রধান শিক্ষক, পাটাবকু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	
৫৬	জনাব কামাল হোসেন	প্রধান শিক্ষক, শিমুলতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	
৫৭	জনাব দেবব্রত সরকার	প্রধান শিক্ষক, ইসলামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	
৫৮	জনাব হাবিবুর রহমান	প্রধান শিক্ষক, বাদাঘাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	
৫৯	জনাব নারায়ণ চক্রবর্ত্তী	প্রধান শিক্ষক, পুরান বারুঙ্কা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	
৬০	জনাব মীরা রাণী জোয়ারদার	প্রধান শিক্ষক, মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	
৬১	জনাব হারুনূর রশীদ	প্রধান শিক্ষক, বালিজুরি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	
	শিক্ষাবিদ ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা		
৬২	জনাব গোলাম মোস্তফা	অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক	
৬৩	জনাব আব্দুস সামাদ আনসারী	অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক	
৬৪	জনাব রুপ নারায়ন তালুকদার	অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক	
	এনজিও প্রতিনিধি		
৬৫	জনাব স্বপন কুমার চন্দ	প্রজেক্ট ম্যানেজার সিএনআরএস	
৬৬	জনাব বিভুদান বিশ্বাস	এপি ম্যানেজার, ওয়াল্ডভিশন	
৬৭	জনাব দেবেশ চন্দ্র তালুকদার	প্রজেক্ট ম্যানেজার, ইরা	
৬৮	জনাব কল্যাণ রেমা	প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, সানক্রেড	
	স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি		
৬৯	জনাব করুনা সিন্ধু চৌধুরী বাবুল	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ,তাহিরপুর	
৭০	জনাব রিয়াজ উদ্দিন খন্দকার লিটন	ভাইস চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ,তাহিরপুর	
৭১	জনাব খালেদা আক্তার	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ,তাহিরপুর	
৭২	জনাব বীর মুক্তিযোদ্ধা সীতেশ রঞ্জন রায়	বিশিষ্ট ব্যবসায়ী	
৭৩	জনাব বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: রফিকুল ইসলাম	গণ্যমান্য ব্যক্তি	
৭৪	জনাব রমেন্দ্র নারায়ন বৈশাখ	সভাপতি প্রেস ক্লাব, তাহিরপুর	
৭৫	জনাব আমিনুল ইসলাম	সভাপতি প্রেস ক্লাব, তাহিরপুর	
৭৬	জনাব আবুল কাসেম	সাংবাদিক, তাহিরপুর	
৭৭	জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন	সাংবাদিক, তাহিরপুর	
৭৮	জনাব মো: হাফিজ উদ্দিন পলাশ	সম্পাদক, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা,	
৭৯	জনাব অনুপম রায়	সভাপতি, হিন্দু,বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ,তাহিরপুর	
৮০	জনাব মো: ইকবাল হোসেন	গন্যমান্য ব্যক্তি	

আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের
পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

'গ্রামীণ উন্নয়নে পর্যটন'

"পর্যটন এবং গ্রামীণ উন্নয়ন"- এই প্রতিপাদ্য নিয়ে এবছর ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস পালিত হয়েছে। ১৯৮০ সাল থেকে প্রতি বছর জাতিসংঘের বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (ইউএনডব্লিউটিও) এর নেতৃত্বে ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। এবারের প্রতিপাদ্যে প্রতিবেশ ও পরিবেশগত ভারসাম্যের কোন প্রকার ক্ষতি না করে নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখে পর্যটন উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের তথা দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

২। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জন করেছি। একজন অসাধারণ দূরদর্শী নেতা হিসেবে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই জাতির জনক পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ খাতের অবদানের বিষয়টি উপলব্ধি করে ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন। বিশ্বব্যাপি পর্যটনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের কথা বিবেচনায় নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালে জাতীয় পর্যটন সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড অন্যান্য বেসরকারি অংশীজনসহ বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম পর্যটন গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

৩। বর্তমান বিশ্বে অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান খাতগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সেবা খাত আর সেবাখাতের সর্ববৃহৎ অংশীদার পর্যটন শিল্প। পর্যটনকে প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন শিল্প, পরিসেবা এবং কার্যাবলির একটি সমন্বিত ও শ্রমঘন খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পর্যটনের বিভিন্ন শ্রেণি বিভাগের মধ্যে গ্রামীণ পর্যটন বর্তমান সময়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গ্রামীণ পর্যটন ধারণাটি পর্যটন সংক্রান্ত প্রচলিত ধারণাগুলো পুনরুজ্জীবিত করতে এবং একটি নির্দিষ্ট দেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতপূর্বক গ্রামীণ সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত সুস্থতা বয়ে আনতে পারে। পূর্বে গ্রামীণ পর্যটন ধারণাটি প্রচলিত খামারভিত্তিক বা কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সময়ের সাথে সাথে বিষয়টি গ্রামীণ পরিবেশ, জল ও ভূমি ভিত্তিক কার্যক্রম, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, খাদ্য, স্বাস্থ্য সহ আরো অনেক বিস্তৃত পরিধিকে ধারণ করেছে। এটি পর্যটকদের কোন অঞ্চলের স্থানীয় মানুষদের সযত্নে লালিত ঐতিহ্য, জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির অভিজ্ঞতা অর্জনের দুর্দান্ত সুযোগ সৃষ্টি করে যা নগর অঞ্চলে প্রায় অনুপস্থিত। প্রচলিত পর্যটনের বিপরীতে গ্রামীণ পর্যটন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সান্নিধ্যে থেকে কোন দেশের স্থানীয় ঐতিহ্যের সাথে অভ্যস্ত হওয়ার আদর্শ সুযোগ করে দেয়।

৪। বাংলাদেশের সৌন্দর্যের প্রাণকেন্দ্র তার গ্রামগুলোতে নিহিত। প্রতিটি গ্রামের নিজস্ব রীতিনীতি এবং ঐতিহ্য রয়েছে। এসব অঞ্চলের সমৃদ্ধ সংস্কৃতিগত উত্তরাধিকার তুলে ধরে পর্যটন খাত ব্যাপকভাবে লাভবান হতে পারে। গ্রামীণ পর্যটন বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিশ্রুতিশীল পর্যটন খাত। গ্রামীণ পর্যটনের উন্নতি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি সরাসরি আমাদের জিডিপিতে প্রভাব ফেলবে। এই খাতটির বিকাশের জন্য যথাযথ পলিসি গঠন, অবকাঠামো উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, পর্যটন গন্তব্য অঞ্চলে পরিসেবা ও সুযোগ সুবিধার জন্য পর্যাপ্ত বিনিয়োগ, গ্রামীণ মানুষের তাদের অঞ্চলে পর্যটন ব্যবস্থা করার জন্য প্রস্তুতি, সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব, টেকসই পর্যটন বিকাশের গাইড লাইন ইত্যাদি প্রয়োজন। প্রতিটি গ্রামকে একেকটি পর্যটন গন্তব্য বা ডেস্টিনেশনে পরিণত করার সুযোগ রয়েছে। এসব গন্তব্যে দেশের শহরের পর্যটকরা এবং বিদেশীরা বেড়াতে যাবে, যাতে করে গ্রাম এলাকায় আর্থিক কর্মকাণ্ড গতিশীল হবে এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।

৫। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতি হচ্ছে "গ্রাম হবে শহর" যা এ বছর জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থা কর্তৃক ঘোষিত প্রতিপাদ্যের সাথে অত্যন্ত সংগতিপূর্ণ। গ্রামকে শহরে রূপান্তরের পেছনে সরকারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষিজমি ও গ্রামীণ ঐতিহ্য নষ্ট না করে শহরের জরুরি সুবিধাগুলো গ্রামে পৌছে দেয়া। আর যেসব সেবা প্রাধান্য পাবে তা হচ্ছে গ্রামীণ জনগণের জন্য উন্নত স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, সুপেয় পানি, কর্মসংস্থান, ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিসহ সহজ যাতায়াত। আর এসবই কিছু সামষ্টিকভাবে পর্যটন উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। অর্থাৎ গ্রামকে শহরে রূপান্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ পযটন উন্নয়ন, মানুষের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব হবে।

৬। গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়ন, গ্রামীণ কর্মসংস্থান এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবস্থাকে চাঙ্গা করতে ক্ষুদ্রঋণের চেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা সচল রাখার জন্য বিদেশি পর্যটকদের গ্রামের দিকে আকৃষ্ট করতে হবে। বিদেশি পর্যটকেরা মূলত আসে আমাদের দেশের মানুষ এবং তাদের বৈচিত্র্যময় জীবনাচার দেখতে। আমাদের গ্রাম, আমাদের নদনদী, আমাদের ইতিহাস- ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ইত্যাদির প্রতিও রয়েছে বিদেশিদের আকর্ষণ। এজন্য আমাদের বিভিন্ন গ্রামীণ ঐতিহ্য যেমন-গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা, কৃষি জমির চিরায়ত পদ্ধতিতে চাষাবাদ, নবান্ন উৎসব, মাছ ধরা, নৌকাবাইচ, লোকসংগীত, দেশীয় খাবার ইত্যাদিকে নান্দনিকতা ও পেশাদারিত্বের সাথে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

৭। পর্যটন মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষ বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণের মাধ্যমে একে অপরের সান্নিধ্যে এসে ভিন্ন সংস্কৃতি, সভ্যতা, ঐতিহ্য এবং প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারে। প্রাকৃতিক নৈস্বর্গের লীলাভুমি হিসেবে খ্যাত বাংলাদেশ পর্যটনের ক্ষেত্রে অফুরন্ত সম্ভাবনাময় একটি দেশ। বিশ্বের যে কোনো পর্যটককে আকৃষ্ট করার মত সকল উপাদান অপরিমেয় সৌন্দর্যমন্ডিত এই দেশে বিদ্যমান। বর্তমানে বাংলাদেশ সারা বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল কয়েকটি পর্যটন মার্কেটের মধ্যে অন্যতম।

৮। করোনা ভাইরাস সংকট বিশ্ব পর্যটন শিল্পে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে যা এ শিল্পের ভবিষ্যৎ চিত্রকে নতুনভাবে উপস্থাপন করবে। বর্তমানে পর্যটন খাত পৃথিবীর জিডিপিতে প্রায় ১১ শতাংশ অবদান রাখে। ২০১৯ সালে বিশ্বে পর্যটকের সংখ্যা ছিল প্রায় ১.৫ বিলিয়ন। ইউএন্ডডব্লিউটিও ধারণা করেছিল যে এই বছর এ হার আরো ৪ থেকে ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু মহামারীর প্রভাবে এ গতি বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এই বাধা চিরস্থায়ী হবে না। আমরা নিশ্চয়ই বেড়াতে পারবো, বিকশিত ও মুখর হবে আমাদের পর্যটন এলাকাগুলো। এর জন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন। আর এ প্রস্তুতি গ্রহণের সময় এখনই।

৯। বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প একটি উদীয়মান শিল্প। বিগত কয়েক বছরে পর্যটন শিল্পের ব্যাপক উন্নতি চোখে পড়ার মত। পর্যটন খাতকে ঢেলে সাজানোর জন্য গত বছরের শেষের দিকে বাংলাদেশের পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু করা হয় যা করোনা মহামারি সংকটে থমকে দাঁড়ায়। ইতিমধ্যে এ খাতে প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকার লোকসান হয়েছে। যেহেতু পর্যটন কোন উৎপাদনমুখী শিল্প নয় তাই এ ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া সময়সাপেক্ষ। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ফলে সাধারণ মানুষের কাছে ভ্রমণ পিপাসা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে বিধায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে এ খাত অনন্য অবদান রাখছে। বাংলাদেশে পর্যটন খাতে সরাসরি কর্মরত আছেন প্রায় ১৫ লাখ মানুষ। এছাড়া পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে ২৩ লাখ মানুষ।

১০। বিপর্যস্ত পর্যটন খাতকে পুনরুদ্ধারের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন পূর্বক সীমিত পরিসরে পর্যটন কার্যক্রম শুরু করেছে। বাংলাদেশের বিপর্যস্ত পর্যটন খাতকে সচল করতে সীমিত পরিসরে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পর্যটন কেন্দ্রগুলো পর্যায়ক্রমে খুলে দেয়া হচ্ছে। কোভিড-১৯ থাকা অবস্থায় কি করে পর্যটন কেন্দ্রগুলো পরিচালিত হবে, সেজন্য বিভিন্ন নির্দেশনা সম্বলিত নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে। বিভিন্ন হোটেল-মোটেল, পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে নির্দেশনা পৌঁছে দেয়া হয়েছে। করোনা ভাইরাসের কারণে বিপর্যস্ত শ্রমঘন পর্যটন শিল্পকে টিকিয়ে রাখার প্রয়াসে এ খাতের ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ এঁবং দীর্ঘমেয়াদি কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে তা থেকে কাটিয়ে ওঠার প্রয়াসে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে সংঙ্গে নিয়ে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কৌশল নির্ণয় করে আসছে। বিশ্বব্যাপী পর্যটন খাতকে কোভিড-১৯ এর নজিরবিহীন চ্যালেঞ্জ থেকে উদ্ধারের পাশাপাশি 'আরো উন্নততর অবস্থায়' ফিরিয়ে আনার সহায়তার জন্য ইউএন্ডডব্লিউটিও যেসব সুপারিশমালার কথা উল্লেখ করেছে, তা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পর্যটন অংশীজনের সুপারিশের সাথে সমন্বয় করে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড পর্যটন শিল্প এবং এ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রায় ৪০ লক্ষ জনশক্তিকে বিপর্যয় থেকে উত্তরণের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।

১১। গ্রামের শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষই হচ্ছে দেশের উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি। তাদেঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যেই নিহিত রয়েছে দেশের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত। বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য দুরীকরণ ও ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, গ্রামীন অর্থনীতিকে বেগবান করাসহ গ্রামকে শহরের জরুরি ও আধুনিক সেবা সহজলভ্য করার জন্য গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন। এজন্য গ্রামের যুবসমাজকে পর্যটন বিষয়ক প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। সুতরাং মহামারী সংকটে আবর্তিত পর্যটন খাতকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা 'রুপকল্প-২০২১ ও ২০৪১' বাস্তবায়নে গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়নের জন্য সরকারি সকল উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

১২। পর্যটনের সাথে সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করতে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড প্রাথমিকভাবে দেশের ৬০টি উপজেলায় 'গ্রামীণ উন্নয়নে পর্যটন' শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করছে। আমরা চাই আমাদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ তথা ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও জেলা পরিষদ নিজস্ব উন্নয়ন কর্মকান্ডে পর্যটনকে সম্পৃক্ত করুক। বিদ্যমান পর্যটন কেন্দ্র সংরক্ষণ ও পরিচালনায় অবদান রাখুক এবং নতুন নতুন পর্যটন আকর্ষণ তৈরী করুক। এর মাধ্যমে জনগণের বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ মানুষের আয় বৃদ্ধি পাবে। আমাদের সরকারি দপ্তরসমূহ তাদের উন্নয়ন কার্যক্রমে পর্যটনকে সম্পৃক্ত করবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি। গ্রামকে পর্যটনের জন্য সাজাতে হবে। ফুলের গ্রাম, আল্পনার গ্রাম ইত্যাদি কত কিছু হতে পারে গ্রামে, যা পর্যটককে আকৃষ্ট করবে। গ্রামের মেলা, গ্রামের উৎসব ইত্যাদিকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলে ধরতে হবে। এ বিষয়ে ট্যুরিজম বোর্ডের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে প্রচার প্রচারণা চালানোর সুযোগ রয়েছে। আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ পর্যটনকে বিকশিত করবে এবং গ্রামীণ উন্নয়নে তা অবদান রাখবে, গ্রামের মানুষের কর্মসৃজন হবে, গ্রাম অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হবে।